

হলমার্ক কেলেংকরী - ভিন্ন ভাবনা

ড. এ.কে. এনামুল হক*

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী আমাদের অনেককেই নাড়া দিয়েছে। হলমার্ক ও ডেসটিনি কেলেংকরী এর মধ্যে অন্যতম। কেলেংকরী দুটো দু ধরণের আর এর বিষয়টি বর্তমানে একাধিক সংস্থা এই দুটো বিষয়েই তদন্ত করছে। তদন্তের রকম যাই হোক - বহুলোক বিষয়টি নিয়ে খুশী। ঠিক কি কারণে আমরা খুশী তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তবে আমার পরিচিত মহলের মতে এরকম একটি লোক যার উত্থান বলতে গেলে নর্দমা থেকে তাকে ধরে এনে কষে কয়েক ঘা না লাগালে দেশ উচ্ছেদে যাবে। মনে পড়ে কিছুদিন আগের কথা - যেদিন হলমার্ক বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশ পেল সেই দিন আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু জানালেন - তিনি খুব খুশী এই ঘটনার প্রকাশে। সেদিনও সরকার নড়েচড়ে বসেনি বিষয়টি নিয়ে - অর্থমন্ত্রী তখনও কোন মন্তব্য করেননি। ব্যবসায়ী মহলের এই অভিমত অনেকটা চমকপূর্ণ। ঐদিন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সকলেই একযোগে এই অপরাধের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। সব মিলিয়ে আমরা সকলেই এই দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ। সকলেই দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই।

হলমার্ক কেলেংকরী নিয়ে যতটুকু বুঝতে পারছি - তা হলো হলমার্ক অতি সন্তর্পনে সোনালী ব্যাংক হতে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে যা সাধারণভাবে তার পাবার কথা নয়। হলমার্কের অপরাধ হলো - সে তার সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করিয়ে ঋণ নিয়েছে যা নিয়ম বহির্ভূত। এই অবস্থায় কি করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনেকেই করেছেন। আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হলো এই নিয়ম বহির্ভূত ঋণ কি করে হলো এবং এর জন্য কি করা উচিত তা নিয়ে সকলের চিন্তায় স্বচ্ছতা আনা।

প্রথমত: হলমার্ক যা করেছে তা করেনি এমন বাণিজ্যিক সংস্থা বাংলাদেশে আরও একটি রয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। এই দেশে সম্পদের বাজারদর সঠিক ভাবে নিরূপন করার সকল প্রচেষ্টা এ যাবত ব্যর্থ হয়েছে। কারণ জমির দাম সঠিক ভাবে নিরূপন করা কার্যত অসম্ভব। কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা ভাবছি যে, হলমার্কের মালিক সোনালী ব্যাংকে গিয়ে বলেছেন যে 'আমার জমির দাম এত তাই আমাকে এত টাকা ঋণ দেন'। বিষয়টি কখনই এরকম নয়। জমির মূল্য নিরূপনের পদ্ধতি রয়েছে যা অনুসরণ নিশ্চয়ই করা হয়েছে। আমাদের দেশের সরকারী কর্মকর্তারা এতটা কাঁচা কাজ করার কথা নয় এবং আমি তা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না - বিশেষত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একজন সরকারী বিসিএস কর্মকর্তা বলেই জানি। ফলে এর সাথে আরও কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে এবং তাই স্বাভাবিক। ঋণ নেয়া, ডাকাতি করা বা চুরি করা একই কাজ নয়। ঋণ নেবার জন্য বিধিবদ্ধ পদ্ধতি রয়েছে। তাই রিমান্ডে না নিয়ে ঋণের কাগজ খুললেই অনেক লোকের খোজ মিলত বলে আমি মনে করি। সেখান থেকেই অনেকের নাম বের করা যায়।

দ্বিতীয়ত: এমনও ঘটনা রয়েছে যেখানে দেশের প্রথিত যশা অডিট ফার্ম একই কোম্পানীর ৩টি অডিট রিপোর্ট দিয়েছে। অর্থাৎ কাগজে কলমে কারসাজি করার জন্য আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠানও তৈরি করা আছে। ব্যাংকের ঋণ নেবার সময় কোম্পানীর অডিটর যে রিপোর্ট দেয়, কর দেবার সময় একই অডিট কোম্পানী অন্য রিপোর্ট দেয় আবার শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয় করার জন্য আরেক রকম রিপোর্ট দেয়। এই সব পৃথক পৃথক রিপোর্ট দেবার জন্য কে দায়ী? বলতে পারেন, যিনি কোম্পানীর মালিক তিনি অর্থের বিনিময়ে এই সব রিপোর্ট করিয়ে নেন - তাই তাকেই ধরা উচিত? বিষয়টি নিয়ে আমি একমত নই। গোটা বিষয়টি নিয়ে কিছু দুঃ চক্র রয়েছে যাদের কারসাজিতে তা হচ্ছে। তাদের ধরা উচিত। সংশ্লিষ্ট সংস্থার উচিত - অডিট ফার্মের নিবন্ধন নীতি প্রনয়ন করে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা। যদি কোন অডিট ফার্ম একই কোম্পানীর একই বছরে ভিন্ন ভিন্ন অডিট রিপোর্ট জমা দেয় তবে সংশ্লিষ্ট অডিট কোম্পানীকে দ্রুত এবং কঠিন শাস্তি দেয়ার বিধি প্রণয়ন করা উচিত। এই কঠিন শাস্তি মানে এই নয় যে সংশ্লিষ্ট

কোম্পানীর মালিককে রিমান্ডে নেয়া বা জেলে পুরা। আর্থিক অপরাধের জন্য শাস্তি আর্থিক হওয়া উচিত। যেমন জরিমানা এবং সংশ্লিষ্ট অডিট কোম্পানীকে ১০-১৫ বছরের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা। এই সকল দুর্নীতিগ্রস্থ অডিট কোম্পানীকে শাস্তি না দিলে আজ হলমার্ক আগামীতে ফলমার্ক নামে অন্য একজন একই কাজ করবে বা করতে উৎসাহিত হবে। আমার ধারণায় হলমার্ক যখন হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে তখন কিছু অডিট ফার্ম জড়িত ছিল। তাদেরকেও তদন্তের আওতায় আনা উচিত।

তৃতীয়ত: সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা থেকে এই ঋণের টাকা কিভাবে গেল তা এখনও স্পষ্ট নয়। যেটুকু বুঝতে পারছি নানা সংবাদ থেকে তার কয়েকটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এর দুটি চিত্র বলছি - (এক) হলমার্কের রপ্তানীর অর্ডারগুলো মূলত সোনালী ব্যাংকে আসে। এই অর্ডারগুলো বিভিন্ন সময়ে সোনালী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বিদেশী ব্যাংকের মাধ্যমে ক্রিয়ার করে। প্রচলিত নিয়মে এই ধরণের রপতানি আদেশ একটি আর্থিক সম্পদ ফলে এর বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করা যায়। এর জন্য পৃথক কোন সম্পত্তির দলিল জমা দেবার প্রয়োজন নেই। তবে ব্যাংক যদি মনে করে যে , আরও সম্পদ দেখানোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে (যেমন কোন কোম্পানী যদি এই নির্দিষ্ট সময়ে অতীতে রপতানি করতে ব্যর্থ হয় তবে ব্যাংক তা চাইতে পারে) তবে ব্যাংক প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সম্পদ বন্ধক নিতে পারে। (দুই) হলমার্কের রপ্তানি আদেশের প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন সংস্থাকে হলমার্ক কার্যাদেশ দিতে পারে। যেমন: হলমার্ক কোন একটি কোম্পানীকে বলতে পারে তারা যেন রপতানির প্রয়োজনীয় একটি কাচামাল তাকে সরবরাহ করে। এই ক্ষেত্রে এই কোম্পানী তার ব্যাংকে ঋণ সুবিধা নিতে পারে। কারণ উৎপাদনের খরচ রয়েছে এবং এজন্য ঋণ গ্রহণ একটি নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ আচরণ। এই দ্বিতীয় কোম্পানী তার ব্যাংকে সোনালী ব্যাংকের এলসির দলিল জমা দেবে এবং হলমার্কের কার্যাদেশের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করবে। এই ক্ষেত্রে যদি হলমার্ক নির্দিষ্ট সময়ে রপতানি করতে ব্যর্থ হয় তবে সোনালী ব্যাংক এই অর্থ দ্বিতীয় কোম্পানীর ব্যাংকে পাঠাবে এবং এই ঋণ হলমার্কের খাতে দেখাবে। এই নিয়মও অতি সাধারণ এবং বহুদিন যাবত প্রচলিত। অন্যদিকে যদি হলমার্ক রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয় তবে এলসি স্বত:স্ফূর্তভাবে বাতিল হবে। ফলে বিদেশের ব্যাংকের টাকা সোনালী ব্যাংক পাবে না আর তার ফলে সমুদয় দায় সোনালী ব্যাংককে বহন করতে হবে। আমার ধারণায় এভাবে বেশ কয়েকটি এলসি বাতিল বা আংশিক বাতিল হওয়ায় ক্রমে হলমার্কের খাতায় দেনার পরিমাণ বেড়েছে। এই ক্ষেত্রে দায়ী কে?

স্পষ্টত:ই সোনালী ব্যাংক আরও আগে থেকেই সাবধানী হতে পারত। ফলে তারা যে দায়ী তা নিয়ে কোন সন্দেহ নাই। হলমার্কও দায়ী কারণ মূল ঘটনা কারসাজী করিয়ে তারাই ঘটিয়েছে। বিচারে কি হবে বলা মুশকিল। তবে ঋণগ্রহণ বা ঋণদেবার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট সকলের একে অপরের প্রতি আস্থা সৃষ্টি। নি :সন্দেহে সোনালী ব্যাংককে হলমার্ক আস্থায় আনতে পেরেছিল। তার সূত্র কি ? অনৈতিক আর্থিক লেনদেন? নাকি ভূয়া কাগজ পত্র নাকি ভূয়া অডিট রিপোর্ট নাকি ভূয়া এলসি? মূলত সেটিই দেখার বিষয়। রিমান্ডে নিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি শেষ পর্যন্ত আইনের বিচারে বাতিল হবে বলেই আমার ধারণা। প্রয়োজন দুর্নীতির সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট প্রমানাদি যোগাড় করা।

সবশেষে - ব্যাংকের লেনদেনে যদি সকল ক্ষেত্রেই মুনামাফা হয় তবে বলতে হবে ব্যবসায় ঝুঁকি বলতে কিছু নেই। এই ধারণা কিন্তু সত্য নয়। ব্যবসায় ঝুঁকি থাকবে - সংগত কারণেই কখনও কখনও কোন রপতানিকারকের এলসি বাতিল হয় (যেমন শ্রমিক অসন্তোষ বা হরতালের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হলে এলসি বাতিল হতেই পারে)। তাই সব কিছু এক সাথে গুলিয়ে না ফেলতে আমি সকলকে অনুরোধ করব। ব্যাংক যখন কোন রপতানিকারককে ঋণ দেয় সেও এক ধরণের ঝুঁকি নিয়ে থাকে। এটাই নিয়ম। যদি কেউ এই ধরণের ঝুঁকি না নেয় তবে ব্যবসা চলবে না এবং শেষ পর্যন্ত রপতানি ব্যহত হবে। সকল ঝুঁকি যদি একা রপতানি কারককে নিতে হয় তবে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে পারবে না। তাই এই বিষয়টি সমাধান করতে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি নিয়ম নীতির

পরিবর্তন করে তবে রপতানি ব্যাহত হবে। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে, অনেক ব্যাংক রপ্তানীকারককে ঋণ দিতে অনীহা প্রকাশ করেছিল। তাই সবকিছু বিবেচনায় না নিয়ে রপ্তানীকারক বা ব্যাংকারদের অহেতুক হয়রাণি করলেও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বিষয়টি দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুতর। দুর্নীতি দমন বিভাগ বা পুলিশের অতি বাড়াবাড়ির ফল অনেক সময়ই অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এই সত্যটি যেন সংশ্লিষ্ট সকলেই উপলব্ধি করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত - হলামার্ক-ই একমাত্র রপ্তানীকারক নয় - আমাদের হাজার হাজার রপ্তানীকারক যেন অহেতুক শংকা বা ঝুকের মধ্যে না পড়েন তা চিন্তা করেই বিষয়টি তদন্তে এবং বিচারে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সাবধানী পদক্ষেপে এগুনো উচিত। তদন্ত হবে অপরাধের গুণাগুণ দেখে, আইন মেনে আর বিচার হবে আইনের আলোকে। বিচার হবে অপরাধের। তা না করা হলে - অর্থনীতিতে যে অশনিসংকেত দেখা দেবে তা থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন হবে।

[* অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি]